[redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাত্র চার বছর আগেও ট্রাকচালক ছিলেন আখতারুজ্জামান ফিলসন। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি শত কোটি টাকার মালিক বনে যান। অনলাইন জুয়া ও বিভিন্ন প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সিমকার্ড সরবরাহে সিম কোম্পানির প্রতিনিধি, জুয়াড়ি ও স্ক্যামারদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার এজেন্টশিপ পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত অর্থে সম্প্রতি কোমরপুর বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মালিক হন ফিলসন। অবৈধ লেনদেনের জন্য তিনি পাবনা জেলার একটি বিকাশ ও সিটি ব্যাংকের একটি শাখা ব্যবহার করতেন বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এছাড়া মেহেরপুরজুড়ে বর্তমানে অনলাইন জুয়া পরিচালনায় সহস্রাধিক বাংলালিংক, এয়ারটেল, গ্রামীণফোন ও রবি সিম ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এসব সিমের অন্যতম বড় জোগানদাতা ছিলেন ফিলসন।

জেলা ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী এশিয়া পোস্টকে বলেন, গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে দুটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন জব্দ করা হয়েছে। ফোনগুলোর ফরেনসিক পরীক্ষা শেষে অনলাইন জুয়া পরিচালনা কিংবা মানি লন্ডারিংয়ের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে নতুন মামলা করা হবে। বর্তমানে তাকে সাইবার সুরক্ষা আইনের দুটি মামলা ও রাজনৈতিক মামলার পলাতক আসামি হিসেবে আদালতে সোপর্দের প্রস্তুতি চলছে।

অনলাইন জুয়ার অদৃশ্য সম্রাট জামান মাস্টার গ্রেপ্তার, কারাগারে প্রেরণ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ডিজিটাল লেনদেনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি বিস্তৃত অপরাধ নেটওয়ার্কে বড় ধরনের আঘাত হেনেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। মধ্যরাতে নাটকীয় অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন এই চক্রের আলোচিত মুখ জামান উদ্দিন ওরফে জামান মাস্টার। আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সাইবার সুরক্ষা আইনে দায়ের করা মামলায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে তাকে আদালতে হাজির করা হলে শুনানি শেষে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে জেলা ডিবি পুলিশ ও কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের যৌথ দল জামান মাস্টারের বাড়ি ঘিরে ফেলে। রাত ১টা ১০ মিনিট থেকে একাধিকবার গেট খুলে দিতে বলা হলেও ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

বরং পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রভাবশালীর নাম উল্লেখ করে পুলিশকে অভিযান বন্ধের চাপ দেওয়া হয় বলে দাবি করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দায়িত্বশীল সূত্র। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রাচীর টপকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে এবং জামান মাস্টারকে আটক করে।

গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে কোনো মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ ধারণা করছে, অভিযানের আগেই গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ডিভাইস সরিয়ে ফেলা হতে পারে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জামান মাস্টার কোনো বক্তব্য দেননি। পরে তাকে মুজিবনগর থানায় রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা সাইবার সুরক্ষা আইনের দ্বিতীয় মামলায় (মামলা নম্বর–৪) গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে তোলা হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হবে। তদন্তে অনলাইন জুয়ার অর্থের উৎস, হুন্ডি ও ডিজিটাল লেনদেনের পথ, এবং চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

মাত্র দুই দিন আগে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়া এজেন্টদের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে।’

গার্মেন্টস কর্মী থেকে জুয়ার সাম্রাজ্য!! কে এই জামান মাস্টারঃ

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর উত্থানের গল্প। একসময় ঢাকার একটি গার্মেন্টসে চাকরি করা জামান মাস্টার গ্রামে ফিরে মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ নামের একটি নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

পরবর্তীতে কোমরপুর বাজারে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের একটি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট চালু করার পর থেকেই তার আর্থিক অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন শুরু হয়।

জানা গেছে, তিনি আন্তর্জাতিক অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্ম Linebet, 1xBet এবং Melbet–এর আঞ্চলিক এজেন্ট হিসেবে মাঠপর্যায়ে অর্থ সংগ্রহ ও লেনদেন পরিচালনা করতেন। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে কাঁচা ঘর থেকে দোতলা বিলাসবহুল বাড়ি, জমি, দামি গাড়ি ও একাধিক মোটরসাইকেলের মালিক বনে যান তিনি। যার কোনো বৈধ আয়ের উৎস পুলিশ এখনো শনাক্ত করতে পারেনি।

প্রশাসনিক ছত্রচ্ছায়ার অভিযোগ

মেহেরপুরকে কেন্দ্র করে সারাদেশে বিস্তৃত এই অনলাইন জুয়ার নেটওয়ার্কের অন্যতম সংগঠক হিসেবে জামান মাস্টারের নাম উঠে এসেছে। শুরু থেকেই তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টারের নাম সামনে আসে, যিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই প্রভাব ও ছত্রচ্ছায়ার কারণেই দীর্ঘদিন ধরে কোটি কোটি টাকার অবৈধ অনলাইন জুয়ার সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে বলে তদন্ত সংশ্লিষ্টদের ধারণা।

বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন। চক্রের অন্যান্য সদস্য, অর্থের প্রকৃত উৎস এবং সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষকদের শনাক্তে নতুন করে অনুসন্ধান জোরদার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

[redacted]

[redacted]

নথিতে উল্লেখ করা হয়, চক্রটি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়াসহ আশপাশের এলাকায় অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-লেনদেনের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছিল। আন্তর্জাতিক অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তারা দেশি-বিদেশি অর্থপাচারে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি টাকার লেনদেনের পাশাপাশি ফেসবুক ও টেলিগ্রাম গ্রুপে দ্রুত আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলার অভিযোগও রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ‘অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টদের বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। চিহ্নিত অপরাধীদের ধরতে জেলা ব্যাপী অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

কে এই মুকুল ইসলাম

অনুসন্ধানে জানা যায়, মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে পড়ার পেছনে যাদের নাম আলোচিত, মুকুল ইসলাম তাদের অন্যতম। শুধু মেহেরপুর নয়, বাংলাদেশে অনলাইন ক্যাসিনোর শুরুর দিকেই গুটিকয়েক ব্যক্তির মধ্যে তিনিও একজন এজেন্ট হিসেবে যুক্ত হন। করোনাকালে অনলাইন জুয়াড়ীদের হাতে খড়ি দিতেন এই মুকুল।

আরও জানা গেছে, নুরুল মাস্টার ও জামান মাস্টারের অর্থায়ন ও এজেন্ট সিম ব্যবহার করে মুকুল ইসলাম এবং ওয়াসিম হালদার মেহেরপুর জেলায় প্রথম অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টশিপ পরিচালনা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে মুকুল নিজেই জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়লে নুরুল ও জামান তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এরপর বিভিন্ন ব্যক্তিকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দেওয়ার নামে প্রতারণা করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। প্রতারণার অর্থ দিয়ে জুয়া খেলতে গিয়ে একপর্যায়ে তিনি তার অবৈধ উপার্জনে অর্জিত সম্পদ বিক্রি করলেও এখনো অনলাইন জুয়ার চক্র থেকে বের হতে পারেননি।

হুমকি দিয়েছিলেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে

মেহেরপুর প্রতিদিনে অনলাইন জুয়া নিয়ে সংবাদ প্রকাশ শুরু হলে। প্রথম সংবাদের মুকুল ইসলাম নাম জড়িয়ে পড়ে। প্রথম সংবাদ প্রকাশের

দিনই তিনি মোবাইল ফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে হুমকি দেন এবং বলেন আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকেন। আপনি কিভাবে আমার বিরুদ্ধে নিউজ করেছেন আমি দেখতে চাই। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে মুকুল আত্মগোপনে চলে যায়।

অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেনের আয়োজনে ওয়াজ মাহফিল

!

মেহেরপুর পুলিশের তালিকাভূক্ত পলাতক শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেনের আয়োজনে দুইদিন ব্যাপি ইসলামি ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে জেলাব্যাপি শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। এনিয়ে সমালোচনা শুরু হলেও অজ্ঞাত কারণে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ রয়েছে নিরব।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেন তার পিতা মরহুম কিয়ামদ্দিন আলীর ২৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করেই এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে এই আলোচনা ও বিতর্ক।

পুলিশের গ্রেফতার আতংকে পলাতক এই আনোয়ার হোসেন, মাহফিলের সভাপতিত্ব করার কথা থাকলেও তিনি রয়েছেন পলাতক। তবে, মাহফিলকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে গাঁড়াডোব গ্রামে করা হয়েছে আলোক ঝলমল লাইটিং ও ডেকোরেশন। বেশ কয়েকদিন যাবৎ চলছে মাইকিং প্রচার প্রচারণা। আনা হয়েছে দেশ বরেণ্য ইসলামিক বক্তা ও ইসলামিক সংগীত শিল্পী।

সূত্রমতে, আনোয়ার হোসেন মেহেরপুরের শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ি হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার এই এজেন্টের জুয়া সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ নিয়ে পুলিশ, সিআইডি পুলিশসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক টিম কাজ করছেন।

চেষ্টা করা হলেও রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মুজিবনগরে অবৈধ অস্ত্রসহ অনলাইন জুয়ার হোতা ‘কটা’ আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রাম থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ বিল্লাল হোসেন ওরফে কটা (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। বুধবার ভোরে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্পের একটি টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

জানা যায়, ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের দিকে মেজর এম এ এন রওশন আলমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যরা যতারপুর গ্রামের মৃত মাদার আলী বিশ্বাসের ছেলে বিল্লাল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালান। অভিযানের সময় তার শয়নকক্ষের ওয়ারড্রোব থেকে ৭.৬৫ মি.মি. একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুই রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।

সামরিক সূত্র ও স্থানীয়দের দাবি, বিল্লাল হোসেন ওরফে কটা এলাকায় অনলাইন জুয়ার অন্যতম মূল হোতা হিসেবে পরিচিত। অনলাইন জুয়া ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগে এর আগেও তার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা হয়েছে। একই অভিযোগে তাকে ঢাকায় সিআইডি দপ্তরে তলব করা হয়েছিল বলেও জানা গেছে। উদ্ধার করা অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটক ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, আটক বিল্লাল হোসেন একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে চোরাচালান, মানি লন্ডারিং, অনলাইন বেটিং ও ক্যাসিনো ব্যবসা, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

তিনি আরও জানান, আটক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি ৭.৬৫ মি.মি. পিস্তল (মেড ইন ইউএসএ), একটি ম্যাগাজিন ও দুই রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা

মেহেরপুরের অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট প্রসেনজিৎ হালদার গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের ক্যাসিনো এজেন্ট প্রসেনজিৎ হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কোমরপুর বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি দায়িত্বশীল সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গ্রেপ্তার প্রসেনজিৎ হালদার কোমরপুর গ্রামের মধু হালদারের ছেলে।

ডিবি সূত্র জানায়, প্রসেনজিৎ হালদার সম্প্রতি মেহেরপুরে দায়ের হওয়া সাইবার সুরক্ষা আইনের একটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

পাশাপাশি ক্যাসিনো সংশ্লিষ্টতা ও অর্থ পাচারের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ঢাকা সিআইডি মানি লন্ডারিং ইউনিট অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এছাড়া ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক মামলাও রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘নতুন সাইবার সুরক্ষা আইনে মেহেরপুর জেলায় দায়ের হওয়া প্রথম মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে প্রসেনজিৎ হালদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে চলমান অন্যান্য মামলাগুলোতেও গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আদালতে আবেদন করা হবে।

গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে উদ্ধারকৃত আলামত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এগুলো যাচাই-বাছাই একটি সময়সাপেক্ষ

প্রক্রিয়া। যাচাই সম্পন্ন হলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে।

উল্লেখ্য, এর আগেও অনলাইন জুয়া সাইট ও ক্যাসিনো এজেন্ট পরিচালনার অভিযোগে প্রসেনজিৎ হালদার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

সাইবার মামলায় লিপু-ক্যামেল মেহেরপুরের কারাগারে

বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপু ও তার সহযোগী মুছায়েদ আলম ক্যামেলকে সাইবার সুরক্ষা আইনের পৃথক দুইটি মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন মেহেরপুরের আদালত।

রবিবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তাদের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক সাইবার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করলে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল আমলী আদালত-১ এর বিচারক মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম ও সিনিয়র জুডিসিয়াল আমলি আদালত-২ এর বিচারক জুয়েল রানা আবেদন মঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। লিপু ও ক্যামেলকে ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর থানায় দায়েরকৃত সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩–এর অধীন ২৬ নম্বর মামলা এবং একই বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি মুজিবনগর থানার ৯/২২ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আদালতে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করলে বিচারক তা নামঞ্জুর করেন।

আদালতের শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন এপিপি মোখলেছুর রহমান খান স্বপন এবং তাকে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর জেলা বারের সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন। আর আসামি পক্ষে আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী ও অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

ডিবি সুত্রে জানা গেছে, আসামিদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিগগিরই আবেদন করবে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

মাগুরা, কখনো সাতক্ষীরা, আবার কখনো ঢাকার বসুন্ধরায় অবস্থান পরিবর্তন করতেন তিনি।

দেশের অনলাইন জুয়া ও মানি লন্ডারিং তদন্তে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগ যে ১৯ জন শীর্ষ এজেন্টের অনুসন্ধান করছে, তার মধ্যে প্রথম নামেই রয়েছে মেহেরপুরের এই মুর্শিদ আলম লিপু। ২০২১ সালের অভিযানে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে যুক্ত ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল সিআইডি; তখনও লিপুর নাম উঠে আসে। সেদিন থেকেই তার বিরুদ্ধে শুরু হয় দেশজুড়ে অনুসন্ধান।

সাইবার অপরাধ, মানি লন্ডারিং, অনলাইন জুয়া সব কিছুর ছায়া যেন একত্রে জড়ো হয়েছে লিপু নামের এই তরুণের চারপাশে। একদিকে আদালতে কঠোর সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে প্রশাসনের নিরবতা। সব মিলিয়ে মেহেরপুরের আকাশে আবারও ভেসে বেড়াচ্ছে একটিই প্রশ্ন, ‘জুয়ার এই নেটওয়ার্কের শেষ কোথায়?’

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট দিপুসহ তিনজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট দেলোয়ার হোসেন দিপু ও সুমনসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ।

আজ সোমবার বিকালে মুজিবনগর থানাধীন মেহেরপুর-আটকবরগামী পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে তাদের তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের হেফাজত হতে পাঁচটি মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ব্যাংকের চারটি এটিএম কার্ড, দুটি পেনড্রাইভ ও একটি প্রাইভেটকার উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- মুজিবনগরের টঙ্গী গোপালপুরের বিল্লাল হোসেনের ছেলে দেলোয়ার হোসেন দিপু (৪০), সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের রেজাউল খন্দকারের ছেলে সুমন আলী (৩৮) ও গোপালপুর মাঝপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে সাকিবুল ইসলাম (২৩)।

পুলিশ প্রেস রিলিজে জানায়, গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গ্রামের সহজ-সরল বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকদের অধিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে অনলাইনে জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করার কথা স্বীকার করেছে। তারা নিজেরাও দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে জুয়া খেলার প্লাটফর্ম পরিচালনা করে আসছে এবং জুয়া খেলায় আসক্ত।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতারকৃত মোঃ দেলোয়ার হোসেন দিপুর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে এবং মোঃ সুমন আলীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা বিচারাধীণ রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে মামলা দায়ের করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন জুয়া ও পর্নোগ্রাফি বন্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার

অনলাইন জুয়া, পর্নোগ্রাফি ও অনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিরোধে কঠোর অবস্থান সরকারের। সরকার দেশের সাইবার স্পেসকে নিরাপদ, নৈতিক ও প্রজন্মবান্ধব রাখতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এসব অনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিরোধে কিছু জরুরি নির্দেশনা প্রদান করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

এতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু অনলাইন প্ল্যাটফরম, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জুয়া, বেটিং ও পর্নোগ্রাফি সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন ও প্রোমোশনাল কনটেন্ট প্রচার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-এর পরিপন্থী। এ কার্যক্রম তরুণ সমাজের নৈতিক বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ ও পারিবারিক বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে

এবং রাষ্ট্রীয় নৈতিক কাঠামোর জন্য হুমকি।
বাংলাদেশের সব পত্রিকা, অনলাইন সংবাদপত্র, নিউজ পোর্টালসহ যেকোনো স্থানীয় এবং আঞ্চলিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠান, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন সংস্থা তাদের ডিফল্ট সাইট/অ্যাপ্লিকেশন, ব্রাউজার ভিত্তিক বিজ্ঞাপনের অংশ বিশেষ বা গুগল অ্যাডসেন্স ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফরমে বা কাস্টমাইজ করা বিজ্ঞাপন অংশে কোনোভাবেই পর্নোগ্রাফি, জুয়া বা গ্যাম্বলিং সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না। এটি সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন, যা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় পড়বে।

দেশের সব মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সেলিব্রিটি, ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে তারা যেন জুয়া, বেটিং, পর্নোগ্রাফি বা অনৈতিক কোনো পণ্য, সেবা বা ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন বা প্রোমোশনাল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া বা প্রচারে সহায়তা করা সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এ ছাড়া বাংলাদেশে পরিচালিত বা বাংলাদেশি ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য কোনো দেশি বা বিদেশি ওয়েবসাইট, অ্যাপ্লিকেশন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে জুয়া, বেটিং বা পর্নোগ্রাফি সম্পর্কিত কোনো কনটেন্ট, অ্যাড বা লিংক প্রচার বা প্রচারে সহায়তা করা যাবে না। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি এ ধরনের কনটেন্ট মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট বা প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে ব্লকিং, জরিমানা বা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মোবাইল কম্পানি, আইএসপি, গুগল অ্যাডসেন্স, মেটা অ্যাডসহ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্মগুলোকেও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় আইন, পপ-আপ ব্লকিং ও ফিল্টারিং নীতি কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে ওয়েবসাইট, পত্রিকা ও নিউজ পোর্টাল, অ্যাপ ইত্যাদি ডিফল্ড এডসেন্সে না চালিয়ে বরং কাস্টমাইজড করতে হবে যাতে জুয়া, পর্ণো, গ্যাম্বলিং এবং এতদসংক্রান্ত গেইমিং বিজ্ঞাপন বা পপ-আপ না আসে। জুয়ার বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলবে এবং প্রচলিত আইন ভঙ্গ করলে জনমত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ব্লক করার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনার পাশাপাশি পাবলিক কমিউনিকেশন করা হবে।

সরকার মনে করে, একটি নৈতিক, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে সরকারি সংস্থা, মিডিয়া, প্রযুক্তি কোম্পানি ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। কোনো নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান যদি অনলাইনে জুয়া, বেটিং বা পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বা কনটেন্ট দেখতে পান, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক notify@ncsa.gov.bd ঠিকানায় রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দেশের সাইবার স্পেসকে নিরাপদ, নৈতিক ও প্রজন্ম বান্ধব রাখতে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি (এনসিএসএ), জাতীয় টেলিযোগাযোগ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (এনটিএমসি), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এবং বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) যৌথভাবে কাজ করছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ।

মেহেরপুরের দুই শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট সাতক্ষীরায় গ্রেফতার

সাতক্ষীরার সদর থানা এলাকায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও সদর থানা পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযানে অনলাইন জুয়া চক্রের অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুর্শিদ আলম লিপু ও মুছাইদ আলম ক্যামেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

এর আগে মেহেরপুরে দেশের অন্যতম শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট লিপু ও তার অস্ত্রের সন্ধানে যৌথবাহিনী লিপুর বাগান বাড়িতে চার দফা অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ জানায়, শুক্রবার (১০ অক্টোবর রাত) সাড়ে ১১ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা

গোয়েন্দা শাখা ও সদর থানা পুলিশের একটি যৌথ টিম খানপুর থেকে বাইপাসগামী খড়িবিলা মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। সন্দেহভাজন একটি অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালালে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের জিনারুল ইসলাম ও রাজিয়া সুলতানা দম্পতির ছেলে মুর্শিদ আলম লিপু এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা খন্দকার পাড়ার মাসুদুল আলম ও লুবা ইয়াসমিন দম্পতির ছেলে মুছাঈদ আলম ওরফে ক্যামেল (৩০)।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়া পরিচালনার সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তারা অনলাইন জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করতো এবং জুয়ার প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতো।

অভিযানে তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত মুরশিদ আলম লিপুর নামে পূর্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিএমপি’র পল্টন থানায় ১৪ নভেম্বর ২০২১ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩(২)/২৪(২)/২৫(২)/৩০(২)/৩১(২)/৩৫(২) ধরাতে দায়েরকৃত এবং এফআইআর নং-৩৭/৫৭৩।

সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার বলেন, ‘এই ঘটনায় নতুন একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে দেশব্যাপী অনলাইন জুয়া ও ডিজিটাল প্রতারণা দমনে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় সারা দেশের প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সে সময় মুর্শিদ আলম লিপু মেহেরপুর থেকে আত্মগোপনে চলে যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে ঢাকা সিআইডি তাকে বিভিন্ন ব্যক্তির আইডি কার্ড ব্যবহার করে তোলা সিম কার্ড দিয়ে অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রমাণ পেয়েছে। একই সাথে কখনো তার অবস্থান সাতক্ষীরা, কখনো মাগুড়া আবার কখনো বা ঢাকার বসুন্ধরায় তার অবস্থান সনাক্ত করেছে। তারপরও এতদিন মুরশিদ আলম লিপু ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। মেহেরপুর তথা দেশের শীর্ষ যে ১৯ জন অনলাইন জুয়া এজেন্টের বিরুদ্ধে সিআইডির অর্গানাইজ ক্রাইম বিভাগ মানি লন্ডারিং এর অনুসন্ধান করছে তাদের মধ্যেও প্রথম স্থানে রয়েছে এই মুরশিদ আলম লিপু।